FOR GENERAL STUDENT ONIY [4TH SEM]

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 01

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE GENERAL

CLASS - B.A. GENERAL 4TH SEMESTER [CBCS]

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – Classical Realism

PAPER - DSC - 1DT [CC-4] ; INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATION

UNIT-1 APPROACHES TO INTERNATIONAL RELATION

A] CLASSICAL REALISM [HANS MORGENTHOU]

SOURCE ;

1] আন্তর্জাতিক সম্পর্ক - প্রানগোবিন্দ দাস

2] realism and international relation – donnelly , jack

3] theory of international relation – david boucher

A] Classical Realism বা সনাতনী বাস্তববাদ

Introduction

বাস্তবতা হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব যা দাবি করে বিশ্বরাজনীতি পরিচালিত হয়প্রতিযোগিতামূলক আত্ম-স্বার্থের ভিত্তিতে। বাস্তববাদী তত্ত্বের রাষ্ট্রপ্রধান কর্মকর্তা এবং শাসক শ্রেণী তাই করেন যাতে রাষ্ট্রের স্বার্থ সিদ্ধি হয়।বাস্তববাদবলে যে বিশ্বে প্রচলিত নৈতিকতার ধারণা বিদ্যমান তাকে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।কারণ বাস্তববাদ যেকোনো কাজের রাজনৈতিক পরিণাম বিবেচনা করে ।বাস্তববাদী তত্ত্বের সকল রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্য ক্ষমতা অন্বেষণ করে।আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাস্তববাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বাস্তবে এমন একটি তত্ত্ব, যা বিশ্ব রাজনীতিতে বহু পূর্ব থেকেই ছিল অর্থাৎ এটি সবচেয়ে পুরাতন এবং প্রভাবশালী তত্ত্ব।

সনাতনী বাস্তববাদ

বাস্তববাদ বা রাজনৈতিক বাস্তববাদ হচ্ছে এই পাঠের প্রারম্ভ থেকে তৈরি হওয়া একটি প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব থুসিডাইডিস, ম্যাকিয়াভেলি ও হবস এর মত লেখকদের ধ্রুপদী চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে। আন্তঃযুদ্ধ বছরগুলোর ভাববাদী চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রারম্ভিক বাস্তববাদের উদ্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর বাস্তববাদীরাভাববাদীদেরচিন্তাভাবনার অভাবের প্রমাণ পান। আধুনিক যুগের বাস্তববাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তবুও তাদের তত্ত্বসমূহের প্রধান তিনটি দিক হচ্ছে রাষ্ট্রবাদ, উদ্বর্তন (টিকে থাকা) ও আত্ম-সহায়তা।

রাষ্ট্রবাদ: বাস্তববাদীগণ বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান কর্তা। তাই এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক তত্ত্ব। উদারপন্থী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব, যা অ-রাষ্ট্রীয়কর্তাসমূহ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের তত্ত্বে অন্তর্ভূক্ত করে তার থেকে এই তত্ত্ব ভিন্ন। এই পার্থক্যকে অনেক সময় এভাবে প্রকাশ করা হয়: বাস্তববাদী বিশ্বদর্শনেজাতিরাষ্ট্রকে বিলিয়ার্ড বল হিসেবে দেখা হয়, অন্যদিকে উদারপন্থীরা রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ককে অনেকটা মাকড়সার জালের মত করে দেখে।

উদ্বর্তন: বাস্তববাদীরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নৈরাজ্যের দ্বারা চালিত হয়, যার অর্থ হচ্ছে এই ব্যবস্থায় কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নেই। তাই, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে স্বার্থপর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

আত্ম-সহায়তা: বাস্তববাদীরা মনে করে, কোন রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্য অন্য কোন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করা যায় না।

কোন কোন বাস্তববাদীকে মানব প্রকৃতি বাস্তববাদী বা ধ্রুপদী বাস্তববাদী বলে হয়, । তারা বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রসমূহ অন্তর্নিহিতভাবেই আক্রমণাত্মক, আঞ্চলিক সম্প্রসারণ কেবলমাত্র বিরোধী ক্ষমতার দ্বারাই অবরুদ্ধ হয়। এদিকে আক্রমণাত্মক/প্রতিরক্ষামূলক বাস্তববাদীগণ মনে করেন, রাষ্ট্রসমূহ নিরাপিত্তা ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতানিয়ে আবিষ্ট হয়ে থাকে। প্রতিরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি একটি নিরাপত্তা উভয়সংকট তৈরি করে, যেখানে একজনের অধিক নিরাপত্তা তার বিরোধী বা বিরোধীদের মধ্যে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে, যার ফলে বিরোধীরাও নিজেদের অস্ত্রের বিকাশ ঘটায়, এবং নিরাপত্তাকে একটি শূন্য-সমষ্টি ক্রিয়ায় পরিণত করে। এরফলে কেবলমাত্র আপেক্ষিক অর্জনই সম্ভব হয়।

সনাতনী বাস্তববাদীবা বা ধ্রুপদী বাস্তববাদী কিংবা বাস্তববাদী রাজনীতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে মরগেনথাউএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।তার বিখ্যাত গ্রন্থ POLITICS AMONG NATIONS প্রকাশিত হয়েছিল 1948 খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে এর আরো একটি সংস্করণ SCIENTIFIC MAN VERSUS POWER POLITICS 1965 সালে প্রকাশিত হয় ।এই দুটি গ্রন্থ বাস্তববাদী রাজনীতি তত্ত্বের নানান দিক নিয়েপুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি রাজনীতি ক্ষমতাকে বাস্তববাদী তার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেসব পূর্বানুমান টেনেছেন সেগুলো আমরা হবসের লেখায় পাই ।তিনি তার বইয়ে লিখেছেন যে মানুষের মনে ক্ষমতালিপ্সা খুবই সক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে।যার জন্য সে শক্তি প্রয়োগ করে এবং সমাজের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করে এবং অন্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করে।

মরগেনথাউ র 6 টি নীতি

মরগেনথাউ রাজনৈতিক বাস্তবতার 6 টি নীতি কথা বলেছেন। POLITICS AMONG NATIONS বইয়ের প্রথম অধ্যায় নীতিগুলি আমরা বিশ্লেষনে আমরা পাই।

১] প্রথমটি হল রাজনীতিক বাস্তববাদ কতগুলি বস্তুগত নিয়ম এর দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে গেলে এই বস্তুগত নিয়ম গুলি ভালোভাবে জানা প্রয়োজন । রাজনীতিক বস্তুবাদ মনে করে যে কল্পনা বা অবাস্তবতার আলোয় সমাজে কোন কিছু বিচার করতে যাওয়া অনর্থক। সবকিছু যৌক্তিকতার কষ্টিপাথরে বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

২] দ্বিতীয়তঃ বাস্তববাদী রাজনীতি দ্বিতীয় নীতি হলো স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থ ধারণাটিকে শক্তি ধারণার প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। প্রতিটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ কে সুরক্ষিত করার বিষয়টি কে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে । এবং এর অবনমন কোন রাষ্ট্র চায় না। আবার জাতীয় শক্তির সহায়তায় ব্যতীত স্বার্থকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয় । অতএব দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় স্বার্থ ও শক্তি এই দুই ধারণা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।

৩] তৃতীয়ত রাজনীতিক বস্তুবাদ কোন একটি নির্দিষ্ট ধারণা নয় । স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থ কোন সময় একটি স্থির অস্থিতিশীল ধারণা নয়। একে বিচার করতে হবে প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং তা যদি কেউ করতে ব্যর্থ হন তাহলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করা যাবে না। সুতরাং স্বার্থের পেক্ষাপটে নীতি প্রস্তুত কারীগণ যখন বিদেশনীতি প্রস্তুতির কাজে হাত দেন তখন প্রেক্ষাপটকে সক্রিয় বিবেচনায় মধ্যে আনেন । তাই মতাদর্শ নয় স্বার্থই মানুষের কাজকর্মের প্রকৃত চালিকাশক্তি।

৪] অনেকে রাজনৈতিক বস্তুবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন। তারা বলেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নৈতিকতা, নীতিবিদ্য,, আদর্শ মূল্যবোধ এর মধ্যে আনতে চায় না। কারণ এদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু বাস্তববাদী তত্ত্বের প্রবক্তা মনে করেন যে রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে নীতি-নৈতিকতা এর বিশেষ একটা স্থান আছে ।ব্যাক্তিগত নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতামূল্যবোধ থেকে আলাদা অর্থাৎ জাতীয় নৈতিকতা এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতাউভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা। তার মতে যে ব্যক্তি বিদেশনীতি বা রাজনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি য়ে প্রকার নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হবেন তা একজন সাধারণ নাগরিকের নৈতিকতা থেকে আলাদা। জাতীয় রাজনীতিতে মূল্যবোধ কে কঠোরভাবে অনুসরণ করে রাজনীতি করতে পারবেন না । প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ কে দূরে সরিয়ে রেখে বিচক্ষণ বাস্তববাদী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫] পঞ্চমত আমরা জানতে পারব যে মর্গেন্থাও কোন সার্বজনীননৈতিকতা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। তার মতে প্রতিটি রাষ্ট্র কোন না কোনভাবে নীতি ও আদর্শ মেনে চলে এবং সেই অনুযায়ী নিজে নিজে বিদেশনীতি তৈরি করে । কিন্তু এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর তার নিজের মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয় তাহলে সে চেষ্টা কে মেনে নেওয়াযায় না। তার মতে বিশ্বজনীন আদর্শ নীতি বা মূল্যবোধ বলতে কিছু নেই। তিনি বলেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিটি রাষ্ট্র তার পদক্ষেপ জাতীয় স্বার্থ আর নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।

৬] ষষ্ঠ রাজনীতির ধারণাটি কে একটি স্বতন্ত্র ধারণা বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। সে কারণে এটি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই রাজনৈতিক বাস্তবতা বাদ কতগুলি বাস্তব সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তামর্গেন্থাও ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যে রাজনীতি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । সেটা রাজনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ।

সমালোচনা

১। ধ্রুপদী বাস্তবতা বাদে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কে উপেক্ষা করা

২। পরামর্শ ও ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে অক্ষমতা প্রদর্শন করা।

৩। একটি পরিবর্তনশীল ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি অপরিবর্তিত ধ্রুবকের ব্যবহার।